মেহেরপুরে ১ বিঘা জমির কপি কেটে তসরুপ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভীপুর মাঠে মোঃ আখের আলীর ছেলে মোঃ আশরাফুল ইসলামের ১ বিঘা জমির পাতাকপি গাছ কেটে তসরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় এ সমস্ত কপি কেটে দেওয়া হয়েছে এবং এতে তার ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান চাষী আশরাফুল।

তিনি আরো জানান গভীর রাতে কে বা কারা আমার কপি গুলো কেটে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গত কয়েকদিন আগে অন্য জমির কলাগাছ কেটে দেয় তারা।

কপি গাছ কাটার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি মেহেরপুর সদর থানায় একটি জিডি করেছেন।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে ঐতিহ্যবাহী মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহররম’ শব্দের অর্থ সম্মানিত। ইসলামের ইতিহাসে এই মাসের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এসব স্মৃতির সম্মানার্থে এই মাসকে মহররম বা সম্মানিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোরআনুল কারিমে রয়েছে, ‘আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২, এর মধ্যে ৪টি মাস (মহররম, রজব, জিলকদ, জিলহজ) আর মহরম মাসের ১০ তারিখ কে আশুরার দিন বলা হয়েছে।

আশুরা অর্থ দশম তারিখ। ইসলামি পরিভাষায় মহররমের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়। পবিত্র আশুরা ইসলামের অন্যতম ফজিলতপূর্ণ দিন। সৃষ্টির শুরু থেকে ১০ মহররম তথা আশুরার দিনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।
হাসান হুছাইন এই দিনেই কারবালা ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন।

সর্বপরি এই দিন কে ঘিরে বছরের পর বছর জাঁকজমকপূর্ণ মেলার আয়োজন করে আসছে এই মেহেরপুরের কুতুবপুর গ্রাম। এই দিনটিকে ঘিরে এই গ্রামের মানুষ জামাই দাওয়াত করে খাওয়া নো সহ এক সময় ভালো মন্দ খাবারের আয়োজন করতেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে তা এখন বিলুপ্তির পথে কিন্তু রয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে করে আসা এই মেলা যেখানে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের দর্শনার্থীরা আসেন মেলা উপভোগ করতে। ফাকা জায়গা ভরে বসে পড়ে দোকানপাট, আর সেই দোকানপাটে কেনাকাটায় মগ্ন আছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত দর্শনার্থীরা এ যেন পা ফেরা মত জায়গাও ফাকা নেই।এছাড়াও ছোট ছোট বাচ্চা দের বিনোদন জন্য রয়েছে নাগরদোলা ।

স্থানীয় দের মধ্যে থেকে সাঈদ হোসেন জানান আমার বয়স ২৮ বছরে আমি বুদ্ধি হয়ে দেখে আসছি এই মেলা এবং বাবা দাদাদের মুখেও শুনেছি এই দিনটি পালন করে আসছেন অনেক আগে থেকেই।

কুতুবপুর গ্রামের করিম মিয়া বলেন এই মেলা আমাদের গ্রামকে পরিচিত করে তোলে। এবং এই মেলা কে ঘিরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থেকে আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেন বিভিন্ন দোকান পাটে বোরে উঠে তরুন ছেলেরাও এটি উপভোগ করে যা আমাদের ভালো লাগে।

জাফর ইকবাল জানান আমি এসেছি গাংনী থেকে এই ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে এর আগেও অনেক এসেছি এই গ্রামের মেলা দেখতে তবে এবারের মেলাটি অনেক জাকজমক হয়েছে আমাদের বভালো লাগছে। প্রতি বছরেই এই মেলার আয়োজন করুক এই গ্রামের মানুষ সেই প্রত্যাশা করছি।

আন্ত:জেলা মোবাইল চোর চক্রের তিন সদস্য গ্রেফতার, ৫৭ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের এসআর টেলিকম নামের মোবাইল ফোনের দোকানে দু:স্বাহষিক চুরির ঘটনায় তিনজন আন্ত:জেলা মোবাইল চোরকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এসময় তাদের কাছ থেকে ৫৭ টি চোরাই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

এরা হলেন, চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলার উকিলেরপাড়া গ্রামের সুলাইমান হোসেনের ছেলে মো: আব্দুল্লাহ আল মারুফ ওরফে জিল্লু (২৯) ও সাকিব হাসান মুরাদ (২৫) ও একই জেলার চন্দনাইস উপজেলার ব্রাম্মণপাড়া গ্রামের অজিত চক্রবর্তীর ছেলে লিটন চক্রবর্তী (৩৬)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) নি: অরুন কুমার দাশ, এসআই (নি:) মনিরুজ্জামান মিলন, এসআই (নি:) আশরাফুল আলমসহ ডিবি পুলিশের একটি টিম তথ্য প্রযুক্তি ও সোর্সদের মাধ্যমে চোর সনাক্ত করে বিগত ৬ দিন যাবৎ কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোবাইল চোর চক্রের এই তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেন।

আজ বুধবার (১৭ জুলাই) দুপুর ৩ টার দিকে স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রেস ব্রিফিং করেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, একটি গোপন সুত্রমতে, জানতে পারি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার আমীরাবাদ এলাকায় আল আমিন সপিং কমপ্লেক্সের খাজা ডিসপ্লে গ্যালারী নামক একটি মোবাইল ফোনের দোকানে মেহেরপুর থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন রয়েছে। সে মোতাবেক গত ১৪ জুলাই দুপুর ২ টার সময় ওই দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে আব্দুল্লাহ আলম মারুফ জিল্লুর ও তার ভাই সাকিব হাসান মুরাদকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় ওই দোকান থেকে ৫৭ টি

অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আব্দুল্লাহ আল মারুফের দেওয়া তথ্যমতে চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানার এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিটন চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চুরির সাথে জড়িত অন্যান্য চোরদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করেছে। তবে এখন সেটা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে নাম ঠিকানা প্রকাশ করা যাবে না।

এদিকে আসামী তিন জনের মধ্যে জিল্লুর ও তার ভাই সাকিব হাসান মুরাদ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের কাছে মোবাইল চুরির ঘটনায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী দিয়েছেন। এছাড়া অপর আসামি লিটন চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ জুলাই সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে ৭ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের মহিলা কলেজ মোড় এলাকার বাদল ফেন্সি মার্কেটের নিচ তলায় সাইদুর রহমান শাহিনের মালিকাধাীন এসআর টেলিকমের সার্টারের তালা কেটে ৭/৮ জনের একদল চোর ভিতরে ঢুকে ২২০ টি অ্যন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সেট যার আনুমানিক মুল্য ৩৫ লাখ টাকা ও ক্যাশ বাক্সে থাকা নগদ ৪ লাখ ১৫ হাজার টাকাসহ প্রায় ৩৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে ৭/৮ জনের চোরের দল ভিতরে ঢুকে লাগেজে মোবাইল ফোন ভরে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় তারা দোকানের সার্টারে অন্য তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।

এ ঘটনায় ওই দোকানের ম্যানেজার আক্তারুজ্জামান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ধারা ৩৮০/৪৬০ পেনাল কোড, মামলা নং ১৭, তারিখ ৭/৭/২৪ ইং।

মেহেরপুরে বিএনপির গায়েবানা জানাজা

কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের জন্য গায়েবানা জানাজা করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ বুধবার(১৭ জুলাই) দুপুর ২ টার সময় মেহেরপুর শহরের কাসারি বাজারস্ত জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ শেনজিরসহ বিএনপি অংগ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জানাযায় অংশ নেয়।

পরে জানাজা শেষে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

পাম্প চালক হাফিজুলের এত টাকার উৎস কী?

মেহেরপুর পৌরসভার পানি শাখার পাম্প চালক হাফিজুল হক অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। কয়েক বছরে তিনি ৮টি জমি কিনেছেন যার দলিল মূল্যে ৬১ লাখ টাকা। কিন্তু বাজার মুল্যে হবে কয়েকগুন। পৌরসভার একজন কর্মচারী হিসেবে কিভাবে এত সম্পদের মালিক হলেন, এ অর্থের উৎস কী এ নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সম্প্রতি জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিবাদে তার বিরুদ্ধে মেহেরপুরের আদালতে নাদিম ইকবাল নামে একজন প্রতারণা মামলাও করেছেন।

হাফিজুল হক ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মেহেরপুর শহর সহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁর ক্রয় কৃতজমির দলিলের তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনে এসেছে।

জমির দলিল অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, ৮টি দলিলের মধ্যে ৬টি দলিল তার নামে, একটি দলিল তাঁর স্ত্রী মার্জিয়া খাতুনের নামে আর একটি দলিল তাঁর ছেলে মাসুদ হাসানের নামে।

২০২০ সালের ১২ জুলাই মেহেরপুর শহরে প্রদীপ কুমার চন্দ্রের সাথে . ০৬৬০ একর জমি ক্রয় করেন যার দলিল মূল্য ৫লাখ ৬৩ হাজার টাকায়, যার দলিল নম্বর-২৯৭১/২০২০, ২০২১ সালের ২২ আগষ্ট শহরের কমল

চন্দ্রের সাথে.০৮২৫ একর জমি ক্রয় করেন যার দলিল মূল্য ৭ লাখ ৫ হাজার টাকা, যার দলিল নম্বর-৪২৫৮/২১, একই বছরের ৬ জুন শহরে নাহিদ সুলতানার সাথে তার স্ত্রী মার্জিয়া খাতুনের নামে.১০০০ একর জমি ক্রয় করেন, যার দলিল মূল্য ৬ লাখ টাকা, দলিল নম্বর ৩১২৭/২০২১, ২০২২ সালের ২২ মার্চ শহরের মবিন উদ্দিনের কাছে থেকে.১১৯৫ একর জমি ক্রয় করেন যার দলিল মূল্য ১০ লাখ টাকা, দলিল নম্বর-২৩৫৫/২০২২, একই বছরের ২৮ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় আমেনা খান ও তার শরিরকদের কাছে থেকে নিজের নামে ১.৮৭৫২ ও .০৫০৩ একর পরিমাপের দুটি জমি ক্রয় করেন যার দলিল মূল্য ১৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা, যার দলিল নম্বর-৫৭৯২/২০২২ ও ৫৭৯৮/২০২২, একই বছরের ২৭ ডিসেম্বর মেহেরপুর শহরে খন্দকার শফিউল কবীরের সাথে.০৭৬০ একর জমি ক্রয় করেন যার দলিল মূল্য ২ লাখ টাকা, দলিল নম্বর-৮০৬০/২০২২, এবং ২০২৩ সালের ১ আগষ্ট শহরে সাবিরা চৌধুরীর কাছে থেকে.০৮২৫ একর জমি ক্রয় করেন তার ছেলে মাসুদ হাসানের নামে যার দলিল মূল্য ১১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা, দলিল নম্বর ৪৯৩৬/২০২৩।

অভিযুক্ত পৌরসভার পানিশাখার পাম্প চালক হাফিজুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে হাজির হয়ে বলেন, আমি জমির ব্যবসা করি। এই জমি নিজের নামে কিনে পরে বিক্রি করে দিই। তবে ব্যবসা করার কোন কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি। সময় নিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন তারপরও তিনি তার স্বপক্ষের কোন কাগজ দেখাতে পারেননি।

তথ্য না দিয়ে সাংবাদিককে হয়রানি অভিযোগ গাংনীর ইউএনওর বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার নিকট তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে এখন আতংকের মধ্যে রয়েছেন আবেদনকারী সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ। ইউএনও প্রীতম সাহা এখন সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করেছেন এবং নানাভাবে সায়েস্তার পাশাপাশি হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঘটনায় সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ খুলনা

বিভাগীয় কমিশনারের দফতরে আবেদন করেছেন। বিষয়টি তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিভাগীয় কমিশনার বরাবর লেখা আবেদনে সাংবাংদিক ফয়েজ আহমেদ বলেন, গত ১৩ মার্চ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ০৮ ধারা অনুযায়ী গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আমি আবেদন করেছিলাম। সে আবেদনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দেননি উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। তথ্য না পেয়ে বিধি অনুযায়ী আমি গত ১৫ মে তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল করি। আপিল সুনানি করে আপিল কতৃর্পক্ষ কোনো আদেশ দেননি। আপিল কর্তৃপক্ষ না দেওয়ায় বিধি অনুযায়ী ২৮ জুন প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করি। প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই গাংনী উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা জানতে পেরে তথ্য না দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত ভাবে মিথ্যা মামলায় আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৩ জুলাই তারিখে রাত ১১ টার সময় গাংনী থানার একজন এসআই কে আমার গ্রামের বাড়ি বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণপাড়াতে মাদ্ররাসার খোঁজ খবর নেওয়ার নাম করে আমাকে ধরতে পাঠিয়েছিলেন। ওইদিন আমি গ্রামের বাড়িতে না থাকায় উপজেলা নির্বাহী আফিসারের অপকৌশল কাজে লাগাতে না পেরে। উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা আমাকে তথ্য না দিয়ে আমার স্বাক্ষর নানা তালবাহানা শুরু করেন। এক পর্যায়ে আমাকে তথ্য দিয়েছেন এবং আমি বুঝে পেয়েছি এমন একটি ভূয়া কাল্পনিক প্রাপ্তী শিকারপত্র তৈরী করেছেন।

তিনি আমাকে তথ্য দিয়েছেন আর আমি তথ্য বুঝিয়া পেয়েছি এমন একটা মিথ্যা প্রাপ্তি শিকার ও আমি তথ্য চেয়ে উপজেলা নির্বাহী আফিসার বরাবর যে আবেদন করেছিলাম ওই আবেদনটি প্রত্যহার করছি এমন একটি চিঠি উপজেলা নির্বাহী আফিসার লিখে আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য গত ৫ জুলাই ৩ জন জনপ্রতিনিধিকে আমার মেহেরপুর শহরের ভাড়া করা বাসায় পাঠিয়েছিলেন। ওই ৩ জন জনপ্রতিনিধি আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ জোর জুলুম করেছিলেন। কিন্তু উপজেলা নির্বাহী আফিসার পাঠানো ২টি আবেদনে আমি সাক্ষর করিনি। উপজেলা নির্বাহী আফিসারের পাঠানো প্রাপ্তি স্বীকার আবেদনে আমার স্বাক্ষর কেউ যদি নকল করে করে উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কাছে দিয়ে থাকে তাহলে সেই প্রাপ্তি স্বীকার ও আবেদনটি গ্রহণ না করার জন্য আবেদন করছি।

এদিকে ফয়েজ আহামেদ আরও বলেন, প্রীতম সাহা সরকারের তথ্য অধিকার

আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে আমাকে মামলায় ফাঁসানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত তৈরী করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজে ও অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে গাংনী থানায় আমার নামে মিথ্যা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বলে জানতে পেরেছি। ইউএনও প্রীতম সাহার কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে আবেদন করে আমি এখন প্রাণভয়ে শংকিত রয়েছি।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে সরকারি বরাদ্দের বিভিন্ন তথ্য চেয়ে আবেদন করাই প্রীতম সাহা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ফয়েজ আহমেদ অভিযোগ করেন তথ্য না দিয়ে এখন নানাভাবে হয়রানি ও বেকায়দায় ফেলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ইউএনও প্রীতম সাহা।

এদিকে এ বিষয়ে মতামত জানতে গতকাল সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় থেকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুরে রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুরের ৮ নাম্বার ওয়ার্ড হোটেল বাজারের জে. আর কাউন্টারের পাশে ৪৬ লক্ষ টাকার রাস্তা ও ড্রেনের কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) বিকেলে পৌর এলাকার ৮ নং ওয়ার্ডে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে ২৮৮ মিটার এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হোটেল বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ রোকনুজ্জামান, মামুনুর রশিদ, আব্দুস সাত্তার মুক্তা, শওকত আলী বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও এসময় পৌর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুজ্জামান

সুইট, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, যুবলীগ নেতা ইউনুস আলী, উজ্জল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৮ নাম্বার ওয়ার্ডে হোটেল বাজারের জে. আর কাউন্টারের পাশে ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮৮ মিটার রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।

মেহেরপুরে পবিত্র আগুরা পালনে আলোচনা সভা

মেহেরপুর ১৪৪৬ হিজরী সনের পবিত্র আগুরা পালনের নিমিত্বে গুরুত্ব তাৎপর্য শীর্ষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।

জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সভা মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) ১১ টার সময় জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন।

স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান।

এছাড়াও এসময় জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ,জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান,ফিল্ড সুপার ভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধন

“ফলে পুষ্টি অর্থ বেশ, স্মার্ট কৃষির বাংলাদেশ ” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় ফল মেলা। আজ মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক তানভীর হাসান।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমেন সহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

এসময় জেলা প্রশাসক বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন ও নতুন নতুন ফলের সাথে পরিচিত হোন।

মেলার ৬ টি স্টলে দেশি ও বিদেশী অনেক ফলের পসরা সাজিয়ে বসেছেন কৃষি অফিসাররা। তারা বলছেন, পুষ্টি সমৃদ্ধ এসব ফলের সাথে কৃষক ও সাধারণ মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ মেলার আয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বাড়ির আঙিনায় এসব ফলের চাষ করতে পারেন সাধারণ মানুষ এখান থেকে সেই পরামর্শই দিচ্ছেন কৃষি কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরে ৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আটক দুই মাদক ব্যবসায়ী

৯ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম।

আটক মাদক ব্যবসায়ীরা হলেন, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার বাহিরমাদি গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নান জোয়ার্দারের ছেলে রবিউল ইসলাম (৪০) ও একই গ্রামের আজিজুল সর্দারের ছেলে সজিব সর্দার ওরফে

সজিব পারভেজ (৩৬)। এসময় তাদের বহনকাজে ব্যবহৃত নাম্বার বিহীন একটি টিভিএস স্ট্রাইকার মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) সকাল ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার মহেশপুর ডোবাপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গাঁজাসহ আটক করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক আবুল হাসেম সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালান।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক আবুল হাসেম জানান,ভারতীয় সীমান্ত থেকে গাঁজা নিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ী জোড়পুকুরিয়া বাজার হয়ে ষোলটাকার মধ্য দিয়ে যাবে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহেশপুর ডোবাপাড়া এলাকায় অবস্থান নিই। এসময় মোটরসাইকেল যোগে দুই মাদক ব্যবসায়ী যাওয়ার সময় তাদের গতিরোধ করি। পরে তারা গাঁজা ও মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা তাদের দুজনকে আটক করেন।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে মাদক ব্যবসায়ী ও গাঁজা হস্তান্তর করা হয়েছে।